যুগান্তর

29 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর » শনিবার
২৯ ডিসেম্বর ২০১২

চার পাবলিক পরীক্ষায় ঝরে পড়ল ছয় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরের দুটি এবং মাধ্যমিক স্তরের দুটিসহ চারটি পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য ও পরীক্ষায় না বসা ৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়া ভালো ফলাফল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, ইবতেদাগী শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা জেএসসি ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট বা জেডিসি পরীক্ষায় এবার সারাদেশে সর্বমোট প্রায় ৪৯ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বসার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৯০৩ জন। অংশ নেয় ২৪ লাখ ৮১ হাজার ১১৯ জন। আর পাস করে ২৪ লাখ ১৫ হাজার ৩৪১ জন। ইবতেদায়িতে পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ২৯ হাজার ৭৬৯ জন। অংশ নেয় ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭৩ জন। পাস করে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৪৯৪ জন। জেএসসিতে পরীক্ষার্থী ছিল ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭২ জন। অংশ নেয় ১৫ লাখ ৭ হাজার ৬৭৫ জন। এরমধ্যে পাস করে ১২ লাখ ৯৮ হাজার ১৮৮ জন। জেডিসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৩৬ জন। অংশ নেয় ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫১ জন। পাস করে ৩ লাখ ৩ হাজার ৫৬২ জন। দেখা গেছে, নিবন্ধন করা থেকে পাস করা পর্যন্ত প্রাথমিকেই ঝরে গেছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৫৬২ জন, ইবতেদায়িতে ৭৪ হাজার ২৭৫ জন, জেএসসিতে ২ লাখ ৫৬ হাজার ২৮৪ জন এবং জেডিসিতে ৫২ হাজার ৪৭৪ জন। মোট ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লাখ ৯ হাজার ৫৯৫ জন।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, যারা ফেল করেছে তাদের ঝরে পড়ার মধ্যে ধরা যাবে না। কেননা, তারা শিক্ষার সে ধারাতেই রয়েছে। আর যারা ফরম পূরণ করেও পরীক্ষায় বসেনি, তাদের আপাতত ঝরে পড়ার তালিকায় রাখা যায়। তিনি বলেন, তবে ঝরে পড়া হোক আর অকৃতকার্য হোক, কাউকেই আমরা তদারকির বাইরে রাখব না। প্রত্যেকের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া হবে। সচিব আরও জানান, তবে এই দু'গ্রুপের ব্যাপারে আলাদা 'ট্রিটমেন্ট' হবে। কিন্তু সেটা কি হবে— তা এ মুহূর্তে বলা যাবে না। এ নিয়ে চলতি সপ্তাহেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে ফেল করা প্রার্থীদের ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ বলেন, অকৃতকার্য প্রার্থীদের ব্যাপারে শুরু থেকেই পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ কতটি বিষয়ে অকৃতকার্য প্রার্থী পরের ক্লাসে বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে— এমন বিষয়ে কোন পদক্ষেপ ছিল না। আর এখন চিন্তা-ভাবনাও নেই।

এদিকে ফেল করা শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে নির্দেশনা না থাকায় এক ধরনের জটিলতা তৈরি হচ্ছে বলে শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা বলেন, রেফার্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে হয়তো অনেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারলে শিক্ষাজীবনের একটি বছর সাশ্রয় হতো। এ ব্যাপারে ডিপিই মহাপরিচালক বলেন, ফেল করা শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না থাকায় তাদের ফের পঞ্চম শ্রেণীতেই লেখাপড়া করে আগামী বছর পরীক্ষায় বসতে হবে।

তবে এদিক থেকে অনেকটা সুবিধাজনক রীতি বহাল রয়েছে মাধ্যমিকে। চলতি বছরও জেএসসি ও জেডিসির ক্ষেত্রে গতবছর পর্যন্ত তিন বিষয়ে ফেল করা প্রার্থীরাও নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে রেফার্ড হিসাবে পরীক্ষা দিতে পেরেছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, এখন পর্যন্ত ওই নিয়ম বহাল রয়েছে। তবে ফেল করাদের নিয়ে করণীয় নির্ধারণে শিগগিরই বৈঠক হবে।

বৃত্তির খোঁজ-খবর : চারটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি দেয়ার ঘোষণা রয়েছে। এ কারণে ভালো ফলাফল করা শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মাঝে বৃত্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এবারও তারা ৫৫ হাজার মেধাবৃত্তি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। কিন্তু ইবতেদায়িতে মাত্র ১ হাজার ৫১৫টি বৃত্তি দেয়া হবে সারাদেশে। বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুন নূর জানান, ইবতেদায়ি স্তরে সরকার কোন বৃত্তি দিচ্ছে না। বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান অধ্যাপক বাকিবিল্লাহর স্মরণে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কেবল উপজেলাপ্রতি ৩টি করে বৃত্তি দেয়া হয়। জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। বৃত্তি দেয়া হবে আগের নিয়মেই ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ কোটায়। এর বাইরে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সনদপত্র লাগবে। এই সনদপত্র দেয়া হবে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। প্রাথমিক অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ এ কথা জানিয়েছেন।